

সর্ব ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন

	
সংক্ষেপে	এআইসিটিই
নীতিবাক্য	যোগ:কর্মসু কৌশলম্
গঠিত	নভেম্বর ১৯৪৫
ধরন	সরকারি সংস্থা
সদরদপ্তর	নতুন দিল্লি, ভারত
অবস্থান	কানপুর, চণ্ডীগড়, গুরগাঁও, মুম্বাই, ভোপাল, ভদোদরা, কলকাতা, গুয়াহাটি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই এবং তিরুবনন্তপুরম ^[১]
চেয়ারম্যান	অনিল সহসরাবুধে ^[২]
সদস্য সচিব	রাজীব কুমার ^[৩]
ভাইস চেয়ারম্যান	এম পি পুনিয়া ^[৪]
প্রধান অঙ্গ	কাউন্সিল
সম্পৃক্ত সংগঠন	উচ্চশিক্ষা বিভাগ (ভারত) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ভারত)
ওয়েবসাইট	www.aicte-india.org (http://www.aicte-india.org)

সর্ব ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ অথবা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (সংক্ষেপে এআইসিটিই) উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় স্তরের পরিষদ।^[৫] নভেম্বর ১৯৪৫ সালে প্রথম একটি উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৯৪৭ সালে সংসদের একটি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ মর্যাদা দেওয়া হয়, এআইসিটিই ভারতে প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ পরিকল্পনা এবং সমন্বিত উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ।

এটি ১০টি বিধিবদ্ধ বোর্ড অফ স্টাডিজ দ্বারা সহায়তা করা হয়, যথা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিতে স্নাতক অধ্যয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা, ফার্মাসিউটিক্যাল শিক্ষা, স্থাপত্য, হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাটারিং প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, শহর এবং দেশ পরিকল্পনা। নেলসন ম্যান্ডেলা রোড, বসন্ত কুঞ্জ, নয়াদিল্লি, ১১০ ০৬৭ এ এআইসিটিই-র নতুন সদর দপ্তর ভবন রয়েছে, যেখানে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিবের অফিস রয়েছে, এছাড়াও কানপুর, চণ্ডীগড়, গুরগাঁও, মুম্বাই, ভোপাল, ভদোদরা, কলকাতা, গুয়াহাটি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই এবং তিরুবনন্তপুরমে এর আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।^[৬]

২০১৩ সালের ২৫ এপ্রিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, "এআইসিটিই আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) আইনের বিধান অনুযায়ী, কাউন্সিলের এমন কোনও কর্তৃত্ব নেই যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে যুক্ত কলেজগুলির উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি বা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয় কারণ এর ভূমিকা কেবল নির্দেশনা এবং সুপারিশ সরবরাহ করা। পরবর্তীতে এআইসিটিই ২০১৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এক বছর থেকে বছরের ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত কলেজনিয়ন্ত্রণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছিল, যখন এআইসিটিই অনুমোদন প্রক্রিয়া হান্ডবুক প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ অনুমোদন পেয়েছিল এবং ২০১৬-১৭ সেশন এবং ভবিষ্যতের সমস্ত অধিবেশনে ব্যবস্থাপনা সহ প্রযুক্তিগত কলেজগুলিকে অনুমোদন করেছিল"।^[৭]

এআইসিটিই ব্যুরো

এআইসিটিই নিম্নলিখিত ব্যুরোগুলি নিয়ে গঠিত, যথা:

- ই-গভর্নেন্স (ই-গভ) ব্যুরো
- অনুমোদন (এবি) ব্যুরো

- পরিকল্পনা ও সমন্বয় (পিসি) ব্যুরো এবং একাডেমিক (এসিএডি) ব্যুরো
- বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবি) ব্যুরো
- প্রশাসন (অ্যাডমিন) ব্যুরো
- ফিনান্স (ফিন) ব্যুরো
- গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অনুসন্ধান উন্নয়ন (আরআইএফডি) ব্যুরো
- এছাড়াও টেকনিশিয়ান, বৃত্তিমূলক, স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং, স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গবেষণা, স্থাপত্য, শহর ও দেশ পরিকল্পনা, ফার্মাসি, ব্যবস্থাপনা, ফলিত শিল্প ও কারুশিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা এবং ক্যাটারিং প্রযুক্তি শিক্ষা নিয়ে ১০টি বোর্ড অফ স্টাডিজ রয়েছে।

প্রতিটি ব্যুরোর জন্য, উপদেষ্টা হলেন ব্যুরো প্রধান যাকে প্রযুক্তিগত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মীরা সহায়তা করেন। কাউন্সিলের মাল্টিডিসিপ্লিন টেকনিক্যাল অফিসার এবং কর্মীরা সরকারি বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে ডেপুটেশন বা চুক্তিতে রয়েছেন।

অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি

দেশে কারিগরি প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি^[৮]

বছর	ইঞ্জিনিয়ারিং	ম্যানেজমেন্ট	এমসিএ	ফার্মাসি	আর্কিটেকচার	এইচএমসিটি	মোট
২০০৬-০৭	১৫১১	১১৩২	১০০৩	৬৬৫	১১৬	৬৪	৪৪৯১
২০০৭-০৮	১৬৬৮	১১৪৯	১০১৭	৮৫৪	১১৬	৮১	৪৮৮৫
২০০৮-০৯	২৩৮৮	১৫২৩	১০৯৫	১০২১	১১৬	৮৭	৬২৩০
২০০৯-১০	২৯৭২	১৯৪০	১১৬৯	১০৮১	১০৬	৯৩	৭৩৬১
২০১০-১১	৩২২২	২২৬২	১১৯৮	১১১৪	১০৮	১০০	৮০০৪
২০১১-১২	৩৩৯৩	২৩৮৫	১২২৮	১১৩৭	১১৬	১০২	৮৩৬১
২০১২-১৩	৩৪৯৫	২৪৫০	১২৪১	১১৪৫	১২৬	১০৫	৮৫৬২
২০১৩-১৪	৩৩৮৪	২৪৫০	১২৪১	১০৩১	১০৫	৮১	৮৫৬২
২০১৪-১৫	৩৩৯২	২৪৫০	১২৪১	১০২৫	১১৪	৭৭	৮৫৬২
২০১৫-১৬	৩৩৬৪	২৪৫০	১২৪১	১০২৭	১১৭	৭৭	৮৫৬২
২০১৬-১৭	৩২৮৮	২৪৫০	১২৪১	১০৩৪	১১৫	৭৪	

কারিগরি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচিতে আসন বৃদ্ধি^[৮]

বছর	ইঞ্জিনিয়ারিং	ম্যানেজমেন্ট	এমসিএ	ফার্মাসি	আর্কিটেকচার	এইচএমসিটি	মোট
২০০৫-০৬	৪৯৯৬৯৭	—	—	৩২৭০৮	৪৩৭৯	৪৪৩৫	৫৪১২১৯
২০০৬-০৭	৫৫০৯৮৬	৯৪৭০৪	৫৬৮০৫	৩৯৫১৭	৪৫৪৩	৪২৪২	৭৫০৭৯৭
২০০৭-০৮	৬৫৩২৯০	১২১৮৬৭	৭০৫১৩	৫২৩৩৪	৪৫৪৩	৫২৭৫	৯০৭৮২২
২০০৮-০৯	৮৪১০১৮	১৪৯৫৫৫	৭৩৯৯৫	৬৪২১১	৪৫৪৩	৫৭৯৪	১১৩৯১১৬
২০০৯-১০	১০৭১৮৯৬	১৭৯৫৬১	৭৮২৯৩	৬৮৫৩৭	৪১৩৩	৬৩৮৭	১৪০৮৮০৭
২০১০-১১	১৩১৪৫৯৪	২৭৭৮১১	৮৭২১৬	৯৮৭৪৬	৪৯৯১	৭৩৯৩	১৭৯০৭৫১
২০১১-১২	১৪৮৫৮৯৪	৩৫২৫৭১	৯২২১৬	১০২৭৪৬	৫৪৯১	৭৬৯৩	২০৪৬৬১১
২০১২-১৩	১৭৬১৯৭৬	৩৮৫০০৮	১০০৭০০	১২১৬৫২	৫৯৯৬	৮৪০১	২২৩৬৭৪৩

সর্ব ভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ, ১৯৮৭ অনুসারে, এআইসিটিই নিয়ম ও মান পরিকল্পনা, প্রণয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত, স্কুল স্বীকৃতির মাধ্যমে গুণমানের নিশ্চয়তা, অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে তহবিল, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, শংসাপত্র ও পুরস্কারের সমতা বজায় রাখা এবং দেশে প্রযুক্তিগত শিক্ষার সমন্বিত ও সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।^[৯] আইনের ভাষায়:

সারা দেশে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ পরিকল্পনা ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা, পরিকল্পিত পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ম ও মান নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় শিক্ষার গুণগত উন্নতির প্রচার এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য।

সংস্কার

২০১৬ সালে এআইসিটিই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথমটি ছিল এমএইচআরডি দ্বারা একটি জাতীয় এমওওসি প্ল্যাটফর্ম এসওয়াইএএম বিকশিত করার দায়িত্ব দেওয়া। দ্বিতীয়টি হ'ল ২৯টি বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ৫৯৮টি সমস্যার সমাধানের জন্য প্রযুক্তিগত কলেজের তরুণ উজ্জ্বল প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন-২০১৭ চালু করা। তৃতীয়টি হ'ল রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ভিজিটর কনফারেন্সের সময় ১৬ নভেম্বর মাননীয় রাষ্ট্রপতির দ্বারা এআইসিটিই-র স্টুডেন্ট স্টার্ট আপ পলিসি চালু করা। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এআইসিটিই এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বন্ধ করার অভিপ্রায় জানান।^[১০] এর ফলে এআইসিটিই যেভাবে প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দেয় এবং ন্যাশনাল বোর্ড অফ অ্যাক্রেডিটেশন (এনবিএ) একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে সংস্কার ঘটে।^[১১]

২০১৭ সালের ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে এআইসিটিই বাতিল করা হবে এবং হীরা (উচ্চশিক্ষা ক্ষমতায়ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (হীরা) নামে একটি নতুন সংস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।^[১২] এই দুটি সংস্থার কারণে বিদ্যমান অত্যধিক নিয়মকানুনগুলি সরল করার জন্য এটি করা হয়েছে। নীতি আয়োগ এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ধারণার উপর সমর্থিত আইনের খসড়া অনুযায়ী, জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা পরিষদও এইচইআরএ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।^[১৩]

তথ্যসূত্র

- আঞ্চলিক অফিস (<http://www.aicte-india.org/office.htm>) ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত (<https://web.archive.org/web/20100119043200/http://www.aicte-india.org/office.htm>) ১৯ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে এআইসিটিই ওয়েবসাইট।
- "অধ্যাপক অনিল ডি সহসরাবুধে ১৭ জুলাই ২০১৫ তারিখে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশনে চেয়ারম্যান হিসাবে যোগ দেন" (<https://www.aicte-india.org/leadership/prof-anil-d-sahasrabudhe>)। *www.aicte-india.org* (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- "নেতৃত্ব দল" (<https://www.aicte-india.org/about-us/leadership-team>)। *www.aicte-india.org* (ইংরেজি ভাষায়)। {{ওয়েব উদ্ধৃতি}}: **অজানা প্যারামিটার | সংগ্রহের-তারিখ= উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য)**
- "প্রফেসর এম পি পুনিয়া | ভারত সরকার, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন" (<https://www.aicte-india.org/leadership/prof-mp-poonia>)। *www.aicte-india.org*।
- কারিগরি শিক্ষা ওভারভিউ (http://www.education.nic.in/tech/tech_overview.asp) ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত (https://web.archive.org/web/20111005200745/http://www.education.nic.in/tech/tech_overview.asp) ৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিভাগ (ভারত)
- জাতীয় পর্যায়ের পরিষদ (http://www.education.nic.in/tech/tech_if-nlc.asp) ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত (https://web.archive.org/web/20100201175923/http://education.nic.in/tech/tech_if-nlc.asp) ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে টেকনিক্যাল এডুকেশন., উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (ভারত)।
- "এআইসিটিই সুপ্রিম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবে যাতে তার ভূমিকা 'উপদেষ্টা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়" (<https://m.timesofindia.com/home/education/news/aicte-to-appeal-supreme-court-order-stating-its-role-as-advisory/articleshow/19797766.cms>)। *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া এপ্রিল ৩০, ২০১৩ ১১:৫৯ আইএসটি*। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২১।
- http://www.aicte-india.org/downloads/Approval_Process_Handbook_091012.pdf
- "সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ, ১৯৮৭" (<https://www.aicte-india.org/downloads/aicteact.pdf>) (পিডিএফ)। *ভারত সরকার*। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২১।
- "ইউজিসি, এআইসিটিই বাতিল করা হবে: সিব্বল" (<https://web.archive.org/web/20111009152552/http://igovernment.in/site/UGC-AICTE-to-be-scraped-Sibal>)। *iGovernment.in*। ৯ নভেম্বর ২০১১। ৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে মূল থেকে (<http://igovernment.in/site/UGC-AICTE-to-be-scraped-Sibal/>) আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২১। {{ওয়েব উদ্ধৃতি}}: **|archive-date= / |archive-url= টাইমস্ট্যাম্প মেলেনি; 9 অক্টোবর 2011 প্রস্তাবিত (সাহায্য)**
- "এআইসিটিই আগামী সপ্তাহে তার অনুমোদন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করবে" (https://www.business-standard.com/article/economy-policy/aicte-to-revamp-its-approval-system-next-week-110010800086_1.html)। *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*। ২৯ নভেম্বর ২০১১। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২১।

12. "শীঘ্রই ইউজিসি, এআইসিটিই-র স্থলাভিষিক্ত হতে পারে মোদীর হীরা" (<https://www.hindustantimes.com/education/ugc-aicte-to-be-history-soon-govt-to-bring-new-higher-education-regulator/story-Z6ydwR5JWVAn649EgTsl1N.html>)। হিন্দুস্তান টাইমস জুন ৭, ২০১৭ সকাল ১০:২৩ ভারতীয় প্রমাণ সময়। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২১।

13. "কেন মোদী সরকার ইউজিসির পরিবর্তে একটি নতুন উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক তৈরি করছে" (<https://economictimes.indiatimes.com/news/et-explains/why-modi-government-is-replacing-ugc-with-a-new-higher-education-regulator/articleshow/64787346.cms>)। দ্য ইকোনমিক টাইমস জুন ২৯, ২০১৮ 06:34 অপরাহ্ন-এ ভারতীয় প্রমাণ সময়। সংগ্রহের তারিখ ২১ জুন ২০২১।

বহিঃসংযোগ

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (<https://www.aicte-india.org/>)

'https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=সর্ব_ভারতীয়_কারিগরি_শিক্ষা_পরিষদ&oldid=7706383' থেকে আনীত